ইবিতে শোক দিবসের অনুষ্ঠান শেষে ছাত্রলীগ কর্মীদের সংঘর্ষ

ইবি সংবাদদাতা

প্রকাশিত: ২০:১৭, ২০ আগস্ট ২০২৩

সংঘর্ষ চলাকালীন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা শেষে শাখা ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের আকিবের ছুরিকাঘাতে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের একই বর্ষের মুফতাইন আহমেদ এবং মারামারির ঘটনায় দুইজন গুরুতরসহ অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন।

রবিবার (২০ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার দিকে ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনের সামনে এ ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী জড়িয়ে পড়ে। পরে শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। এদিকে আহত শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সকাল ১১টায় ক্যাম্পাসের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু পরিষদের আয়োজিত আলোচনা সভা শুরু হয়। এতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের য্গ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া সদর-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফ, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই, কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য আ.কা.ম সরওয়ার জাহান বাদশা অতিথি ছিলেন। দুপুর আড়াইটার দিকে সেই অনুষ্ঠান শেষে মিলনায়তন থেকে তারা বেরিয়ে গেলে মারামারির ঘটনা ঘটে।

প্রতক্ষ্যদর্শীরা জানান, আলোচনা সভার শুরুতে মিলনায়তনে ঢুকতে গিয়ে কথা-কাটাকাটি হয় আইন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষ ও শহীদ জিয়াউর রহমান হলের শিক্ষার্থী শামীম রেজা ও শেখ রাসেল হলের শিক্ষার্থী ও হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের আশিক কোরেশির মধ্যে। পরে এ ঘটনার জেরে আলোচনা সভা শেষে মিলনায়তনের বাহিরে এসে ফের উভয়ের মাঝে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে জিয়াউর রহমান হল ও শেখ রাসেল হলের ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ঘটনার একপর্যায়ে আকিবের ছুরিকাঘাতে সাবিক আহত হন। এরই রেশ ধরে কয়েকদফায় চতুর্মূখী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তারা। সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে লালন শাহ ও বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্রলীগ কর্মীরাও। এই সংঘর্ষে বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী আলাল ইবনে জয় মূখ্য ভূমিকায় ছিলেন বলেও জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তিনি বর্তমানে বঙ্গবন্ধু হলে থাকেন।

এদিকে, শুরুতে ছুরিকাঘাতের বিষয়টি একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী নিশ্চিত করলেও সাবিক এটি গোপন করছেন। তিনি বলেন, ‘কিছু সংখ্যক ছেলেরা মারামারি করতে ছিল। এ সময় আমি তাদেরকে ঠেকাতে গিয়ে আম গাছের ডাল লেগে কেটে গেছে। আমি এর বেশি আর বলতে চাচ্ছি না।’

আকিব ছুরিকাঘাতের বিষয়টি ভিত্তিহীন দাবি করে নিজেও মারধরের শিকার হয়েছন বলে অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, ‘আলোচনা সভা শেষে বাহিরে দেখি হুলস্থুল অবস্থা বিরাজ করছে। পরে রাসেল হলের ছেলেরা আমাকেও মারধর করে আমার হাতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ওই সময় আমার জামা কাপড়ও ছিড়ে ফেলা হয়। এ সময় তিনি ছুরিকাঘাতের বিষয়টি ভিত্তিহীন বলেও দাবি করেন।’

প্রক্টর অধ্যাপক ড. শাহাদৎ হোসেন আজাদ বলেন, ‘মারামারির ঘটনা শোনার পর তাৎক্ষণিকভাবে সহকারী প্রক্টরদের ঘটনাস্থল এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠিয়েছি। তাদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করেছি। খুব দ্রুতই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

শাখা ছাত্রলীগের এক সহ-সভাপতি বলেন, ‘এ রকম একটা প্রোগ্রামের ভেতর একজন ছাত্রলীগ কর্মী ছুড়ি নিয়ে কীভাবে ঢোকে? ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিতও হতে পারে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রোগ্রাম পন্ড করার জন্য এমনটা করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কারা এসব ছেলেদের ইন্ধন দিচ্ছে সেটি খতিয়ে দেখা দরকার।’

শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাত সাংবাদিকদের বলেন, ‘আলোচনাসভা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে এরপরে যে ঘটনাটি ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা বিষয়টি নিয়ে বসবো। তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই ধরণের বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয়ও।’